^mKZ eyj wUb †deªæqvwi 2022: msL¨v: 03

Avgv‡`i D‡Ïk¨

†iwWI ^mKZ (mgcªZ, cÖP I cÖZ. mŷÿvq) †Kv÷ dvD‡Ûk‡bi A½-cÖôvb n‡jv ‡iwWI ^mKZ| †Kv÷ dvD‡Ûkb †`‡ki Ab¨Zg †emiKvix Dbœqb ms¯’v, hv K·evRv‡i ev¯Íevqb Ki‡Q cÖKí KvgDwbwU †iwWI| KvgDwbwU †iwWI ¯’vbxq gvbyl i m¤úªZ,Rxeb I cÖZ.i cÖwbaZ¡Ki‡e| K·evRv‡i Ávb wfwËK Ges gvbewaKv‡ii cÖ kÖkj mgvR wbgvÖ, we‡kl K‡i eqtmwÜKv‡j i ‡Q‡j Ges †g‡q‡`i Rb¨ KvR Ki‡e GB KvgDwbwU †iwWI| b¨vh¨Zv I b¨vqwePvi wfwËK MYZvwšK mgvR wewbgÖ Ges Rxeb I cÖZ.iÿvq Z_¨ I Abyôvb cÖPvi Ki‡e|

/radiosaikat 99.0 radiosaikat.net

জীবন হাতে নিয়ে, প্রাণের তোয়াক্কা না করেই জীবিকার তাগিদে অথৈ সাগরে পাড়ি দিচ্ছে কক্সবাজারের মৎস্যজীবিরা।

যে মৎস্যজীবিরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ঝড়-তুফান ও বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে সমুদ্রে মাছ ধরে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের আমিষ জোগান, সেই জেলেদের জীবন কিভাবে কাটে? মৎস্যজীবী এমন ব্যক্তি যিনি তার জীবিকা নির্বাহের জন্য মাছ ধরেন এবং বাজারে বিক্রি করেন।

তারা সাধারণত জলাভূমি এলাকায় বসবাস করে। খুব অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন। জেলেদের জীবন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আবহাওয়ার বৈরিতায়, প্রাণের তোয়াক্কা না করেই জীবিকার তাগিদে পাড়ি দিতে হয় অথৈ সাগরে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার চিত্র কেমন তা শুনতে গিয়েছিলাম কক্সবাজারের জেলে পল্লীতে। সেখানে গিয়ে কথা হয় ৪০ বছর বয়সি বাবুল জলদাসের সাথে। তিনি বলেন, মাঝেমধ্যে গভীর সাগরে নৌকায় মাছ ধরতে যান। কখনও কখনও খুব ভোরে মাছ ধরতে যান। আবার কখনও কখনও সারা রাত মাছ ধরেন এবং যখন তারা মাছ ধরতে যান, তখন তাদের পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন থাকে এমনটাই বলেন তিনি।

বাবুল জলদাসসহ আরো অনেকেই বলেন, পরিবারের লোক জন আমাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করে। জেলেদের জীবন খুবই সহজ। মাছ ধরে এবং কাছের বাজারে বিক্রি করে, তিনি তার সামান্য আয় দিয়ে তার পরিবারের ভরণপোষনের চেষ্টা করেন কিন্তু আয়ের স্বল্পতার কারনে বেশ টানাপোড়েনের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয় বলে তিনি জানান। একজন মৎস্যজীবীর জালে মাছ ধরা পড়লেই তার সারাদিনের কষ্টের সার্থকতা আসে বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনিশ্চিত জীবনের দুশ্চিন্তায় এবং দুঃখ-কষ্টে মৎস্যজীবীরা তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয় এমনটা জানান। (অনুষ্ঠানটির সাক্ষাৎকার ও উপস্থাপনায় মৌসুমী মনীষা ও ছবি তুলেছেন উম্মে জেরিন)

রেডিও অনুষ্ঠান (দূরন্ত)

ছোট্ট মিনা যখন বলে মেয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠান, পুষ্টিকর খাবার দিন, মতামতের গুরুত্ব দিন, তখন আমরা অনেকেই হয়তো জানি না শিশুদের জন্যও কিছু অধিকার রয়েছে, সর্বজন স্বীকৃত অধিকারের সনদ রয়েছে। এই অধিকার গুলো থেকে শিশুরা বঞ্চিত হয় বড়দের অস্বীকৃতির/অসচেতনতার কারণে।

এমনি একজন শিশুশ্রমিক কাদের, যে সমুদ্র সৈকতে পানি বিক্রি করে সংসার চালায়। তার কাজ ও তার পরিবার সম্পর্কে নানান কথা বলেন আমাদেরকে। তার আয়ে কিভাবে তার পরিবারের খাবার জুটছে তাও জানলাম। তার নিষ্পাপ কণ্ঠ যেন খেলার মাঠে বা স্কুলেই মানায়, দোকানে বা রাস্তায় নয়। মনে একটু খোচা লাগছে। এমন সব ছোট কচি শিশুরা অধিকার পায়না, নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না, এই ভাবনা কী আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়না? কাদেরের জায়গায় যদি আমাদের সন্তানরা বা আমাদের ছোট ভাই বোনরা থাকত তাহলে আমরা কি তা মেনে নিতে পারতাম। রেডিও সৈকতের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই যে শিশুশ্রম আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। আমরা কক্সবাজারের মানুষ সচেতন না হলে শিশুশ্রম বন্ধ হবেনা।

আমরা কথা বলছিলাম সমুদ্র সৈকতে কাজ করা শিশুদের নিয়ে। সমুদ্র সৈকতে আইন শৃংখলা রক্ষায় কাজ করছে ট্যুরিস্ট পুলিশ। সৈয়দ মুরাদ ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, সৈকতে শিশুশ্রম বন্ধ করতে কি কাজ হচ্ছে, সরকার কী সহায়তা দিচ্ছে সেই ব্যাপাওে, আরো নানান কথা জানান তিনি। আজকের শিশু আগামীর কর্ণধার। একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণভাবে ঘটলে সে একজন সুস্থ্য স্বাভাবিক মানুষ হয়ে বড় হবে ও দেশের কল্যাণে অবদান রাখবে। প্রতিটি শিশু আনন্দময় একটি শৈশব পাবার অধিকার রাখে, যে শৈশবে থাকবে না ক্ষুধা, একাকীত্ব, বা বঞ্চনার হাহাকার। আর সেই অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

(অনুষ্ঠানটির সাক্ষাৎকার ও উপস্থাপনায় গুলফান আরা হুরি ও ছবি তুলেছেন তানিয়া ইসলাম)

রেডিও অনুষ্ঠান (নবীন প্রাণ)

তরুণ এবং তারুণ্যের ভাষা ভিন্ন। তারুণ্যের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, নেই বয়স। তরুণ বয়সে মানুষ সবচেয়ে বেশি সৃজনশীল, প্রগতিশীল এবং সচেতন থাকে। আমাদের ইতিহাসে তরুণরাই সবসময় সাম্যের গান গেয়ে এসেছে এবং তারুণ্যই প্রতিবাদের ভাষা হয়েছে। আজকের আয়োজনে আপনাদের জন্য থাকছে, একটি বিষয় ভিত্তিক নাটিকা, কথিকা, তরুন সমাজের ভাবনা এবং শিক্ষকের সাংক্ষাতকারসহ আরো গুরুত্বপূর্ন নানান তথ্য।

তরুণদের কাজকর্ম দেখতে আমার ভালো লাগে। আনন্দ লাগে এই দেখে যে আমাদের সমাজের প্রতি তরুণরা অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। সারা দেশের মতো আমাদের কক্সবাজারের তরুণরাও সমাজে অনেক অবদান রেখেছে। তরুণ সমাজের fveb\ wb‡q K_\ e‡jb Av\kiv\di Av\jg|

তরুণেরা অনেক কিছু পারে এবং অনেক কিছু করবে। ওদের আমাদের কাছে চাওয়া অতি সামান্য। সেটা নিশ্চয় আমরা ওদের দিতে পারি এমনটাই বলেন অভিভাবকরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে এখন আমরা তরুণদের অনেক ভালো ভালো কাজ কাছে থেকে দেখতে পাচ্ছি। কোনো অসুস্থ বন্ধুর জন্য সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় টাকা তোলা থেকে শুরু করে চাওয়ামাত্রই একেবারে কোনো অচেনা কাউকে রক্ত দেওয়া। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। প্রযুক্তিবিশ্বে তাক লাগানো কিছু করা। অনেক খারাপ সংবাদের মাঝে প্রতিদিন তরুণ সমাজের কোনো না কোনো ভালো কাজ দেখে আশায় গর্বে বুকটা ভরে যায় বলে জানান শিক্ষক ইয়াসিন আরাফাত।

ফেব্রুয়ারি মাসের কার্যক্রম

dvBbvj †cÖvMÖvg		ewK Av‡Q
❖ gy³ i Mvb ❖ m¤ú`ªZ ❖ KI\Y KI\„\Yx ❖ cÖZ j Z\	❖ nvB‡UK ❖ bexb cÖY ❖ Avgvi B‡"Q ❖ wkÿ½b ❖ Rj I Rxeb	➢ ¯^v`' K_b ➢ ‡cÖYv ➢ ewýwkLv ➢ Zvivi Av‡jv ➢ `ÿšÍ

†hvMv‡hvM:
¸jdvb Avivû ix †Kv-AwW©bUi, †iwWI ˆmKZ| †dvb: 01713328846
B-†gBj: hury@coastbd.net 75 jvBU nvDR, KjvZjx, K·evRvi|